খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 25 ❑ 04 Sept., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

প্রয়াত হলেন বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক কমলাক্ষ্মী বিশ্বাস

রাহুল দেবনাথ ঃ প্রয়াত হলেন বাগদার রাজনীতির সবথেকে বর্ণময় চরিত্র বাগদার ইতিহাসে সবথেকে বেশি সময়ের বিধায়ক কমলাক্ষ্মী বিশ্বাস। বুধবার যাদবপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে দুপুর ১.৩০ টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

১৯৩২ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গোপালগঞ্জ সাব ডিভিশনের রায় পয়সা গ্রামে তার জন্ম, বলিদাপুকুরে চলে থেকেই বাম ছিলেন। বামফ্রন্টের ব্লকের সক্রিয় পার্টি ১৯৭৭ সালে জাতীয় লাল মজুমদারকে প্রথম বিধায়ক হন।

এরপর ১৯৮২ মজুমদারকে ১৯০৩ বিধায়ক নির্বাচিত হলেও, ১৯৮৭ অপূর্ব লাল মজুমদারের কাছে ৫৮৬ ভোটে পরাজিত হন। এর পাঁচ বছর পরে ১৯৯১ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী রামচন্দ্র বোসকে ৬৭৮৩ হারিয়ে পুনরায় বিধায়ক নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী কালিদাস অধিকারী কে ২৬০০ ভোটে হারিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দুলাল চন্দ্র বরের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে মাত্র ২৩৭ ভোটে দুলাল বর- কে পরাজিত করে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে দুলাল বরের কাছে ৪৯০৫ ভোটে পরাজিত হওয়ার পর আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। বাগদার মানুষ তাকে ৫ বার বিধায়ক নির্বাচিত করেছিলেন, যেটা
বাগদার রাজনীতিতে একটা রেকর্ড। তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছে বাগদার বিভিন্ন রাজনীতিবিদরা।

বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর বলেন, আমার দেখা সব থেকে সৎ রাজনীতিবিদ। আমি তাকে আমার অভিভাবক মনে করতাম, তার প্রয়াণে বাগদার অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

সিপিআইএম বাগদা এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাতুল তরফদার বলেন, বাগদার সামাজিক মান উন্নয়নে কমলাক্ষ্মী বাবুর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল হেলেঞ্চা কলেজ তৈরী। কলেজের পরিচালনা সমিতির প্রথম সভাপতিও ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বাগদার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা, বাগদার জনগণ তাকে মনের মানুষ মনে করতেন। তার মৃত্যুতে বাগদার বাম রাজনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

স্কুল পরিচালন কমিটিতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

সংবাদদাতা ঃ সরকারি নিয়ম না মেনে স্কুল পরিচালন কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠল। দিন কয়েক আগে বাগদার চরমণ্ডল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সভাপতি হিসেবে এক স্কুলের শিক্ষকের নাম থাকার অভিযোগ নিয়ে মহকুমা স্কুল অথরিটির কাছে অভিযোগ জানান বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার।

সুত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং নন গ্র্যাজুয়েট ব্যক্তি কোন স্কুলের শিক্ষা অনুরাগী বা সভাপতি হতে পারবেন না। সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং সভাপতি তালিকা প্রকাশ করেছে শিক্ষা দপ্তর। সেখানে বনগাঁ মহকুমার একাধিক স্কুলে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

বাগদা চর মন্ডল স্কুলের সভাপতি হিসেবে স্কুল শিক্ষক দিলিপ বালার নাম থাকায় তার বিরুদ্ধে শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার। পাশাপাশি সিন্দ্রানী সাবিত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষা অনুরাগী হিসেবে বিশ্বজিত বিশ্বাসের নাম রয়েছে। তিনি প্রাথমিক স্কুলের একজন শিক্ষক।

অঘোর বাবু বলেন, ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল নন গ্র্যাজুয়েটকে পরিচালন কমিটিতে নিয়োগ করা যাবে না। যদি এই রকম হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টা দেখবে এবং নিয়ম অনুযায়ী ফের নিয়োগ করবে। বিরোধীদের অভিযোগ সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একাধিক স্কুলে নন গ্র্যাজুয়েট এবং স্কুল শিক্ষকদের নাম রয়েছে এই তালিকায়।

শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং নন গ্র্যাজুয়েট ব্যক্তি কোন স্কুলের শিক্ষা অনুরাগী বা সভাপতি হতে পারবেন না।

স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর -এর ২০১৫ সালের বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি চলে গেছে অনেক স্কুল শিক্ষকের, সম্প্রতি অযোগ্যদের লিস্ট বের করেছে এসএসসি। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে এবার নতুন কারচুপির অভিযোগ উঠল। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং সভাপতির তালিকা প্রকাশ নিয়ে সরব হলেন বিরোধীরা। বিজেপি নেতা নেত্রীরা অভিযোগে বলেন, তৃণমূলে তাদের সরকারের তৈরি নিয়ম ভঙ্গ করে যাকে তাঁকে সভাপতি করছে স্কুল ফান্ডের টাকা খাওয়ার জন্য। শুধু বাগদা নয়, গোটা বাংলায় একই রকম অবস্থা। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। বনগাঁ মহকুমা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে স্কুলগুলিতে চিঠি করা হয়েছে ।

বিনা অনুমতিতে অল ইণ্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের প্যাড ব্যবহারে শোকজ মহা সংঘের সাধারণ সম্পাদক, আইনজীবী তথা কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে

সংবাদদাতা ঃ বিজেপি বিধায়কের ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া সংঘের প্যাডে মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি মমতা ঠাকুরের রোষের মুখে পড়ল বনগাঁ মহকুমা মতুয়া মহা সংঘের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। তাঁর কাছে কারণ জানতে চেয়ে চিঠি পাঠালেন মমতা ঠাকুর। যে ঘটনা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে।

এস আই আর নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের একাধিক রাজ্যে আন্দোলন চলছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার বাবা মার নাম না থাকায় অশোকবাবু বাংলাদেশি নাগরিক- এমনই অভিযোগ এনে দিন কয়েক আগে বনগাঁ মহাকুমা মতুয়া মহা সংঘের পক্ষ থেকে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে তদন্ত চেয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল।

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২৫ ❐ ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

‘তোপসে’ হলে লিখতেন- ‘যতকাণ্ড ঠাকুরবাড়ি’

প্রসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ি মানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি নয়। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। মতুয়া মহাধর্মের পুর্ণ্যভুমি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ি বর্তমান সদস্যদের পূর্ব পুরুষগণ সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়ের শূদ্রশ্রেণীর মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিছেন। তার জন্য তাঁরা অনুভব করেছিলেন রাজ্যপাটে নিজেদের ক্ষমতা স্থাপন করতে না পারলে নিজের শ্রেণীর মানুষের যথাযথ কল্যাণ কা সম্ভব হত না। তার জন্য পি.আর ঠাকুরের রাজনীতিতে পদার্পন। আর আজ তিন প্রজন্মতে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন থাকায় ঠাকুরবাড়ির দুই তরফ এখন দুই রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত এবং মনোনিত জনপ্রতিনিধি। তাই সকলেই ক্ষমতাধর। একপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বলে বলিয়ান। তো অন্য পক্ষ রাজ্য সরকারের। ‘২৬-এর বিধাসভা নির্বাচানের প্রেক্ষিতে বিজেপি’র পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গ। তার জন্য ভারতীয় জনতাপার্টি তাদের মদ করে খুঁটি সাজানো শুরু করেছে। আবার নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের মতো করে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে আবার শুরু হয়েছে সিএএ বা এসআইআর-এর মতো কর্মকাণ্ড। সাম্প্রতিক কালে সিএএ-তে ফর্মফিলাপ নিয়ে ঠাকুরবাড়ির বিজেপি-র জনপ্রতিনিধি দুই সহদরের মধ্যে বিবাদের খবর প্রকাশ্যে আসে। সেই বিবাদ থামাতে আসরে নামতে হয় বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুরকে। বিবাদের কারণ হিসাবে জানা গেছে- ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরের সামনেই ক্যাম্প করে সিএএ-এর ফর্ম ফিলাপে সাহায্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বাদ সাধেন বিজেপি বিধায়ক অর্থাৎ শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সুব্রত ঠাকুর। তাঁর কথায় ঠাকুরের মূল মন্দিরকে কেন রাজনীতির আশ্রয়স্থল করা হবে। দুই ভাই-এর বিবাদ না মেটায় মধ্যস্থতা করেছেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর। সাধারণ ভক্তদের প্রশ্ন এখানেই। মতুয়াদের পুর্ণভূমি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি কী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল! হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর দর্শন করে পূর্ণ্যলাভের আশায় আসা মতুয়া ভক্তদের কি রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে পড়তে হবে! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বৃদ্ধ মতুয়া গোঁসাই-এর কথায়— ‘ঠাকুরবাড়ি রাজনীতির জায়গা নয়। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম ক্ষমতার লোভে রাজনীতির ময়দানে নেমেছে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে হরিচাঁদ- গুরুচাঁদ ঠাকুরের মর্যাদা রক্ষা না করলে মতুয়া ভক্তরা কালে কালে ঠাকুরবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এটা কোন গোঁসাই-এর কাম্য নয়।’

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

বিভিন্ন ধরনের বাধার জন্য ICESCR ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হলেও তা কার্যকর করতে করতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সেই জন্য পরবর্তীকালে ICESCR-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং রাষ্ট্রগুলিকে এই অধিকারগুলি progressively অর্জন করার জন্য বাধ্য করা।

এই অধিকারগুলোকে বলা হয় “progressive rights”, কারণ রাষ্ট্রগুলোকে একবারে নয়, বরং ধাপে ধাপে তার বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের (ICCPR) সঙ্গে মিলিয়ে এটি মানবাধিকারের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

ব্যক্তিগত অধিকারের পাশাপাশি সমষ্টিগত অধিকার (collective rights) যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নের অধিকারে জোর দেওয়া হয়েছে।

ICESCR-এ মোট ৩১টি ধারা রয়েছে (Preamble + Part I-V)। এই ধারাগুলির কিছু কিছু নিয়ে এবার সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করা যাক।

Part I (ধারা ১) : জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর self-determination অধিকার আছে।

নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

Part II (ধারা ২৫): সাধারণ নীতি

ধারা ২ : অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব (Obligation to take steps)

প্রতিটি রাষ্ট্র স্বীকার করে যে, এই চুক্তির অধীনে বর্ণিত অধিকারগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন (progressive realization) করতে হবে।

এজন্য রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ পরিমাণে সচেষ্ট হতে হবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ বা প্রদান করা যাবে।

মূল লক্ষ্য : রাষ্ট্রগুলো একবারে সব অধিকার দিতে পারবে না, কিন্তু ধাপে ধাপে উন্নতি করতে হবে। অজুহাত দেখিয়ে স্থির থাকা যাবে না।

ধারা ৩ : নারী-পুরুষ সমতার নীতি (Equal rights of men and women)

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত দশটায় আমরা বৈষ্ণোদেবী দর্শনে বের হলাম। সারারাত ধরে পাহাড়ে হাঁটবো। দেবী সম্পর্কে যা জেনেছি-- তা হল স্বপ্নে, ভক্ত শ্রীধর আবিষ্কার করেন জম্মু থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে ২১১২ মিটার উঁচুতে গুহা মন্দিরে দেবীর আবাস। দেবী পুরাণের মতে দেবী এখানে বৈষ্ণোদেবী। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ পরাশক্তির এক রূপ। গুহা মন্দিরে একত্রে ১০-১২ জনের বেশি মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। পায়ের পাতা ডোবা হিমশীতল জল সারা মন্দিরময়। তবে আগের দিনের গুহাকে বাইপাস করে নতুন ট্যানেল হয়েছে দেবী দর্শনের। নতুন গুহাটি কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট।

আমাদের পরিবারের একজন ডা অপরাজিতা, তিনি বললেন— "ঘোড়ায় চড়তে আমার বেশ ভয় আছে, কারণ আমাদের আউটডোরে দেখেছিলাম একজন রোগীকে, যে ঘোড়ার থেকে পড়ে গিয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছিল। কোনমতেই চিকিৎসার উন্নতি হচ্ছিল না"। তাই আমরা চারজন হেঁটে যাব এই সিদ্ধান্ত নিলাম। এবার আমরা রওনা হলাম। সঙ্গে লাঠি এবং মাথার জন্য লাল ফেটি। পথেই নানা স্টুডিও এবং নানা রকমের দোকান। এখানকার দোকানগুলি সারারাত খোলা থাকে। ডিউটি বাই রোটেশন চলে। ১৪/১৫ কিলোমিটার রাস্তা; গার্ডেন টাইলস দিয়েই রাস্তা তৈরি। উপরে পথের বেশিরভাগ অংশটাই টিনের ছাওনি। অনেক জায়গায় ছাউনি ভেঙে গেছে। কারণ পাহাড় থেকে নুড়ি বা বড় বড় পাথর টিনের উপর পড়ে। এখানে হনুমানের স্বর্গরাজ্য। এ মাথা থেকে ওমাথা দৌড়াদৌড়ি করতে ওদের দেখা গেল। সম্পূর্ণ পাহাড়ি পথটাই কৃত্রিমতা। পথের মাঝে মাঝেই চেকিং মহিলা ও পুরুষ সিকিউরিটি দিয়ে। এখানে এত চেকিং এর কী প্রয়োজন কে জানে! তবে জঙ্গি তৎপরতা চালনো খুব বেশি কঠিন হবে বলে মনে হয় না। আমরা খুব চড়াই পথে হাঁটছি উপরের চড়াই ধরার জন্য মাঝে মাঝে সিঁড়ি রয়েছে। ওই সিঁড়িতে উঠলে পায়ের পেশীতে টান ধরা সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। আমাদের পরিবারের অনেকেই চলেছে ডান্ডি করে। ভাড়া মোটামুটি জনপ্রতি ৪০০০ টাকা। এতে আবার বসে থাকাও মুশকিল। মাঝে মাঝে ডান্ডি বাহক বলে শির সোজা। একেবারে স্ট্যাচুর মতো বসে থাকতে হবে । আমাদের হোটেল থেকেই ইলেকট্রনিক পরচি কেটে নিয়েছিলাম। প্রথম চেকপোষ্টেই দেখাতে হয়। বেশ ভিড়। ওরা আবার ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখে। রাতে এ পথ চলা যেমন আরামদায়ক তেমনি নিরাপদ। সারা পথে চারটি চেকপোস্ট। সেনাবাহিনী ও পুলিশের নিশ্ছিদ্র বেড়াজালে যাত্রীরা চলেন। মে মাসে শেষ রাতে ফুরফুরে মনোরম হাওয়া সব কষ্টকে লাঘব করে দেয়। আমার কাছে দেবী দর্শন থেকেও মানুষ দেখায় আকর্ষণ একটু বেশি। কোন তাড়নায় এত মানুষ বৈষ্ণোদেবী দর্শনে যান কে জানে? আমি কাটরাতে হোটেলে বিশ্রাম নেব ভেবেছিলাম। সঙ্গীরা সকলে যাওয়ার জন্য বলতে থাকায় আবার না গেলে বাড়ি গিয়ে কী বলবো! পুরো ট্রুরটাই ব্যর্থতায় পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই আমিও না গিয়ে পারলাম না।

মন্দিরে যাওয়ার এক কিলোমিটার দূরে কোন আলো ছিল না। বেশ অসুবিধা হয়েছিল। সঙ্গীরা সব প্রায় এগিয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রী দেবযানীর পায়ের পেশীতে টান ধরায় একদম হাঁটতে পারছিল না। সমস্যায় পড়েছি। ওখান থেকে ফিরে যাওয়াও যাবেনা, তাই ওকে নিয়েই আবার কষ্ট করে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম। মন্দিরে পৌঁছালাম ভোর সাড়ে চারটেয়। খুব ভালোভাবেই দেবী দর্শন করার সুযোগ পেলাম। হাজার হাজার মানুষের ভিড় মন্দিরের প্রবেশপথেই পরিবারের এক বৃদ্ধার পরচিটা হারিয়ে যাবার জন্য এতদূর এসেও বৈষ্ণোদেবী দর্শন

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

বলল, "এবার কী হবে? এই ভিজে জামা পরে থাকবে কী করে!"

দিদি সাথে সাথে বলল, "তুমি ওপরে উঠে এসে মালপত্রগুলো নামাও। আমিও নেমে আসছি। তারপর ওকে নিয়ে আবার বাড়ি গিয়ে জামা প্যান্ট পাল্টিয়ে নিয়ে চলে এস। মাঝি ভাই ভিজে গিয়েছে। উনি ভিজে কাপড়ে থাকবেন কী করে! নৌকা ছেড়ে দিক। দেরি হলে আর কী করা যাবে।"

মাঝি জামাইবাবুর কাছে জিজ্ঞাসা করল, "মাস্টার মশাই বাড়ি থেকে জামা কাপড় পাল্টে আসতে কত সময় লাগবে ? আমি কাপড় ছেড়ে গামছা পরে নিচ্ছি। যদি অল্প সময়ে আসতে পারেন তাহলে আমি আপনাদের নিয়েই যাব।"

জামাইবাবু একটু আশার আলো দেখে মাঝিকে বলল, "না না, আমার বেশি সময় লাগবে না। ভ্যান রিক্সায় যেতে আসতে বড়জোর ১০ মিনিট লাগবে।"

নৌকার আর সকলে অধৈর্য না হয়ে মাঝিকে বলল, "নিমাই, তুমি মাস্টারমশাইকে নিয়ে চলো। বাচ্চা রয়েছে। এর পরের নৌকায় যেতে রাত হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। অন্ধকারের মধ্যে ঘাট থেকে অতটা পথ বাচ্চা নিয়ে যেতেও অসুবিধা হবে।

জামাইবাবু আর দেরি করল না। ঝ্যাট করে দিদির কাছ থেকে মিতার একটা ফ্রক আর প্যান্ট চেয়ে এনে হাটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন অনেকেই মেয়েটাকে জানতে চাইল দিদির কাছে। দিদি মিতার সাথে সম্পর্কের কথা বলল।

আমার কাছে মা একটা টাকা দিয়েছিল আসার সময়। বলেছিল বাদাম কিনে নৌকায় খেতে খেতে যাবি। আমি দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার কাছে টাকা আছে, আগের বাদামগুলো তো সব পড়ে গিয়েছে। মা বাদাম খেতে টাকা দিয়েছিল। আমি কিনে আনব?"

দিদি বলল, "ঠিক আছে বাদাম কিনতে যাবি যা , কিন্তু দেরি করবি না।"

" না না, দেরি হবে কেন, কাছেই তো দোকান, যাব আর আসব।"

এই কথা যতক্ষণে বলছিলাম ততক্ষণে আমি অনেকটা দূর হাটের মধ্যে ঢুকে গিয়েছি। দেরি হল না। আমি দু'ঠোঙা বাদাম কিনে এনেছিলাম। জামাইবাবু নিজের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে চলে আসলো । জামাইবাবুর হাতে একটা বাদামের ঠোঙা দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সবাই নৌকায় উঠতেই, মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

মিতা আমার পাশে এসেই বসেছে। ওই জায়গাটায় আর কেউ বসেনি। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইচ্ছা করে পড়ে গিয়েছিলে নাকি?"

আমার উপরে কয়েক সেকেন্ডে কটাক্ষের চাউনিতে চেয়ে বলল, "আমি মরে গেলে ভালো হতো, না! একে আমি সাঁতার জানিনা। তারপরে জলে পড়ে গিয়ে ভিজে কষ্ট পেয়েছি। আর এখন আমাকে বলছ, ইচ্ছা করে জলে পড়েছি!"

আমি আস্তে আস্তে বাদামের ঠোঙাটা মিতার দিকে এগিয়ে ধরলাম। 'লাগবে না ' বলে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমিও আর কিছু বললাম না। নৌকা ততক্ষণে পাইকপাড়া ঘাটের কাছে চলে এসেছে। পাইকপাড়ার বড় বটগাছটা জটাধারী নাগা সাধুদের মতো ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক প্রাচীন কথা মনে করেই দিচ্ছে। দাদুর কাছে শুনে ছিলাম, এখানেই ছিল ইংরেজ পাইক সৈন্যদের থাকবার জায়গা। তাই পাইকপাড়া নাম। যখন আমি এসব কথা চিন্তা করছি, মিতা মুখটা নিচু করেই আস্তে আস্তে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বাদাম"।

বাদামের ঠোঙাটা মিতার হাতে দিয়ে ভাবতে লাগলাম, 'মেয়েদের তেজ বেশি সময় থাকে না। সুযোগ পেলেই উড়ে পালায়।' ধাতস্থ হয়েছে— সেটা দেখেই ভালো লাগছে।

আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দিদি বলল, "আজকে

চলবে...

ডুমা অঞ্চলে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২ সেপ্টেম্বর গাইঘাটার সেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল দুয়ারে সরকার এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর

এবারের নতুন প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচী।

এদিন সকাল থেকেই ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন সেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত দুয়ারে সরকার। প্রকল্পের সুবিধা পেতে ভিড় জমান। অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী,মানবিক, জয় জোহার, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, তপশিলী আদিবাসী এবং ওবিসি শংসাপত্র প্রদান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পরিযায়ী শ্রম কল্যান, মিউটেশান, প্রাণী পালন, মৎসজীবী নিবন্ধিকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেন।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে এদিন ব্লকের ও পঞ্চায়েত সমিতির বিশিষ্ট আধিকারিকগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিডিও নীলাদ্রি সরকার, জয়েন্ট বিডিও ময়ূখ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, ছিলেন ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানছন্দা সরকার অঞ্চলের নির্বাহী সহায়ক অনুব্রত দে প্রমুখ।

অঞ্চল প্রথম শ্রীমতী সরকার জানান, এদিন অঞ্চলের ৫টি বুথের বাসিন্দাদের নিয়ে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অঞ্চলের ঝিকরা, কৈপুকুর, তিলি, দীঘা, ডুমা ইত্যাদী গ্রামে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী সম্পন্ন হবে।

কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকার রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ আগষ্ট দত্তপুকুরের তিথি অনুষ্ঠান গৃহে তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দত্তপুকুরের কবিতীর্থ সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী। এদিন অপরাহ্নে স্থানীয় তিথি অনুষ্ঠান গৃহে কবিদ্বয়কে নিয়ে লেখা সংস্থার কর্ণধার বরুণ হালদার রচিত সংগীতটি গেয়ে শোনান বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ইতি হালদার। কবিদ্বয়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে।

কবিদ্বয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন দীপক জয়ধর। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী অশোক মুখোপাধ্যায়, অমিয়ধারা সেন, মুনমুন সেন চক্রবর্তী ও ড. মনোজ ঘোষ প্রমুখ। অন্যতম উদ্যোক্তা বিশিষ্ট কবি ও সংগীত ও নাট্যকার বরুণ হালদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশ করেন প্রবীণ সংগীত শিল্পী অমিয় সেন, কবিগুরুর একটি নাটকের কিছুটা অংশ অভিনয় করে দেখান প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ড. মনোজ ঘোষ।

দুই কবির লেখা দুটি চিঠি পাঠ করে শোনান শম্পা গুপ্ত। গান গেয়ে শোনায় শিশু শিল্পী প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, সুদেষ্ণা পাল, তিথি মিস্ত্রি, অনুপ দেউড়ি ও কাকলি চ্যাটার্জী প্রমুখ। কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করে শোনান পাপিয়া মণ্ডল, সুতপা চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট কবি নূপুর দাস সহ আরোও অনেকে। সংগীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে কবিদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট কবি ও সংগীত শিল্পী মুনমুন সেন চক্রবর্তী।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

গোবরডাঙ্গায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত নাট্যায়ন নাট্যমেলা-২০২৫

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ৩০ আগষ্ট গোবরডাঙার পৌর টাউনহলে মঙ্গলদীপ

প্রোজ্জ্বলন করে দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যায়ন নাট্যমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ষিয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা নকসা ও গোবরডাঙা শিল্পায়ন এর কর্ণধার যথাক্রমে বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক আশিষ দাস ও আশিষ চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা ও প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। পরে আসেন গোবরডাঙার সংস্কৃতি প্রেমী পৌরপতি শংকর দত্ত ও সংস্কার ভারতী গোবরডাঙ্গা শাখার সম্পাদক সুপ্রীতি নাথ। নাট্যায়ন এর প্রাণপুরুষ প্রবীণ নাট্য পরিচালক নারায়ণ বিশ্বাস।

বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী অরূপ দাঁ'র সুচারু পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। নাট্যমেলায় মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এদিন শুরুতেই হুগলীজেলার কোন্নগর আরঞ্জক মঞ্চস্থ করে মঞ্চসফল নাটক সাইক্লোন, দ্বিতীয় নাটক খড়দা থিয়েটার জোনের রুদ্ধশ্বাস নাটক মৃত্যুর মারপ্যাচ এবং এদিনের শেষ নাটক কলকাতার নর্থ পঞ্চমুখ প্রয়োজিত শিক্ষামূলক নাটক বর্ণপরিচয়। দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক বসিরহাট স্বপ সৃজনী দর্শক প্রশংসিত নাটক গোষ্ঠীর দেশাত্ববোধক হিন্দী নাটক 'রণভূমি', তৃতীয় নাটক গোবরডাঙা আকাঙ্খা প্রযোজিত শিশুদের মজার নাটক পেনা পালালো।

ঠাকুরনগরের আনন্দপাড়া স্কুলে মাইম একাডেমীর মূকাভিনয় কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার এর উদ্যোগে গত ২৫-২৭ আগষ্ট মূকাভিনয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল ঠাকুরনগরের আনন্দপাড়া নরহরি বিদ্যাপীঠে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন গাইনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কর্মশালায় বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী মূকাভিনয় এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন সংস্থার পরিচালক চন্দ্রকান্ত শিরালী ও বিশিষ্ট মূকাভিনেতা ধীমান সমাদ্দার। কর্মশালার শেষ দিনে প্রশিক্ষনার্থীগণ মূকাভিনয় পরিবেশন করে। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে। অন্যদিকে মাইম একাডেমীর কর্ণধার চন্দ্রকান্ত বাবুর পরিচালনায় আনন্দপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছে মূকাভিনয় নাটকের কর্মশালা। ৫ সেপ্টেম্বর আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থীগণ শিক্ষামূলক মূকাভিনয় নাটক মঞ্চস্থ করবে বলে শ্রী শিরালী জানান। শ্রী শিরালী আরও জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আহ্বানে আগামী ১২-১৫ সেপ্টেম্বর জেলার দেগঙ্গা ও বারাসাত ব্লকে এইডস রোগ প্রতিরোধে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে সাধারন মানুষজনকে সচেতন করার প্রয়াস চালাবেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ফিমেল পাওয়ার এর প্রাক্‌পূজা এক্সিবিশান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার নবগঠিত ফিমেল পাওয়ার অফিশিয়াল পেজ এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ৩১ আগষ্ট চাঁদপাড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আনন্দ সংঘের পুজো প্রাঙ্গনে মহা সমারোহে শুরু হল প্রি-পূজা এক্সিবিশন।

এদিন মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়া গ্রাম

পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বিশিষ্ট কর্মদ্যোগী বৈশাখী বর আয়োজিত এক্সিবিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, বিশিষ্ট সমাজকর্মী নরোত্তম বিশ্বাস, শ্যামল বিশ্বাস, সমীর হাজরা, সব্যসাচী ভট্ট, প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ ঘোষ ও গাইঘাটা থানার ওসি রাখহরি ঘোষ প্রমুখ।

আয়োজক বৈশাখী দেবী জানান, এক্সিবিশনে বিভিন্ন সামগ্রীর ২৫টি স্টল রয়েছে। মহিলাগণ পরিচালিত স্টলগুলিতে শাড়ি, রেডিমেড পোষাক, ইমিটেশন গহনা ও বিভিন্ন হস্তশিল্পের সামগ্রী শোভা পাচ্ছে। অপরাহ্ন থেকেই এলেকার মানুষজন এক্সিবিশন অঙ্গনে ভিড় জমাচ্ছেন। বৈশাখী দেবী জানালেন, এক্সিবিশন চলবে ৩ সেপ্টেম্বর অবধি।

মায়ের বিরুদ্ধে সন্তানকে অ্যাসিড খাইয়ে নিজে খাওয়ার অভিযোগ

সংবাদদাতা ঃ মায়ের বিরুদ্ধে কোলের শিশুকে অ্যাসিড খাইয়ে নিজে খাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার নকপুল কাটাবাগান এলাকায়। জানা যায়, অভিযুক্ত মা তপতী বারুই। ইতিমধ্যে পুলিশ তাকে আটক করেছে। আহত শিশু বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সে সম্পূর্ণ সুস্থ তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে কাটাবাগান এলাকার অমিতেশ বারুই এর সাথে তার বিয়ে হয়। অমিতেশের মৃত্যুরপর তপতীকে বিয়ে করে। বর্তমানে দুবাইতে কর্মরত। ছোট মেয়েকে নিয়ে তপতী পরিবারের সঙ্গে কাটাবাগান এলাকার বাড়িতে থাকতো। এদিন সকালে মা মেয়ের মুখ থেকে অ্যাসিডের গন্ধ পেয়ে পরিবার ও প্রতিবেশীরা দ্রুত বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় তাদের। স্থানীয়দের দাবি, সাংসারিক অশান্তির কারণে গৃহবধূ নিজের এক বছরের সন্তানকে অ্যাসিড খাইয়ে নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। শশুর শাশুড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহবধুকে আটক করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
9474743020

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

শোকজ মহা সংঘের সাধারণ সম্পাদক-কে

প্রথমপাতার পর...

মমতা ঠাকুরের অভিযোগ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘকে এ বিষয়ে কিছুই না জানিয়ে স্মারক লিপি দিয়েছে। সে কারণেই প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে শোকজ করা হয়েছে। মমতা ঠাকুর বলেন, মতুয়া মহা সংঘের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই বনগাঁ মহকুমা সংগঠনের পক্ষ থেকে অশোক কীর্তনীয়ার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। আমাদের কাছে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম বলে কিছু নেই। আমরা কেন্দ্রীয় ২০০৩ এর আইন এবং এস আই আর বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছি। সে কারণেই চিঠি দিয়ে কারণ জানাতে বলা হয়েছে।

যদিও প্রসেনজিৎ বাবু সংগঠনের সাথে যোগাযোগ না করে অভিযোগ জমা দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলন চলবে। মা মমতা ঠাকুর আমার কাছে কারণ জানতে চেয়েছে, আমি মতুয়া মহা সংঘকে নিজের কথা ব্যাখ্যা করে বলবো।

এ বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছিল প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, ওনাকে শোকজ কেন করছে? সাসপেন্ড কেন করা হবে না? মমতা ঠাকুররা সিএএ কে সমর্থন করেননি? উদ্বাস্তু মতুয়াদের ওনারা ভালো চান না। তৃণমূল নেতারা প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে সামনে রেখে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল।

জাতীয় চক্ষুদান পক্ষে আলোচনা সভা মধুসূদনকাটিতে

নীরেশ ভৌমিক ঃ মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদান আন্দোলনকে জোরদার করতে জাতীয় চক্ষুদান পক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করে মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষ। গত ৩১ আগষ্ট অপরাহ্নে মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় ও

শ্রীমতী কিরণ বালা সরকার স্মৃতি মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদান অঙ্গীকার সহায়তা কেন্দ্রে মরণোত্তর কর্ণিয়া ও দেহদান বিষয়ক সংগঠকগন উপস্থিত হন। আলোচনা সভায় বিশিষ্ট সংগঠক ও বক্তাগনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা গণদর্পণ এর তপন কায়েত ও তপশ্রী কায়েত, বসিরহাট সেবায়ন এর বর্ষিয়ান সংগঠক ভবসিন্ধু মৃধা এবং বসিরহাট বিশ্বচেতনা মঞ্চের মলয় মণ্ডল, মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের গোবিন্দ হাজরা, ছিলেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ এর কর্ণধার বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও সাহিত্য সেবক দীপক কুমার দাঁ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার মরণোত্তর দেহ ও চক্ষু (কর্ণিয়া) দানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে এই আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে প্রয়াত কিরনবালা সরকার স্মৃতি মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদান অঙ্গীকার সহায়তা কেন্দ্রের ভূমিকা তুলে ধরেন। অন্যতম সংগঠক ভবসিন্ধু মৃধা, মলয় মণ্ডল, গোবিন্দ হাজরা ও তপন কায়েত প্রমুখ ব্যক্তিগন মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদান আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে সাধারন মানুষজনকে সচেতন করে তুলতে হবে। বিশেষ করে অন্ধজনের চোখে আলো ফোটাতে চোখের কর্নিয়া দানের ব্যাপারে জোরালো প্রচারে নামতে হবে। এ কাজে স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের পাশাপাশি সরকারি দপ্তরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিশিষ্ট বক্তাগন। মরণোত্তর দেহ দাতা হাকিমপুরের সিরাজুল মণ্ডল বলেন, তিনি দেহ দান করে তাঁদের সমাজে একঘরে হয়ে রয়েছেন। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডাঃ তাপস সরকারের সুচারু পরিচালনায় এদিনের আলোচনা সভা দর্শক সাধারনের বেশ প্রশংসা লাভ করে।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান ঠাকুরনগর পরশ সাংস্কৃতিক সংস্থার

সংবাদদাতা ঃ সংস্কৃতির শহর ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা পরশ সোস্যাল এ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯ আগষ্ট সংস্থার সদস্য-সদস্যাগন মহা সমারোহে রাখী বন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। স্টেশনে গিয়ে রেল যাত্রী ও বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা এবং পথ চলতি মানুষজনের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান সংস্থার সদস্যগন। ১৫ আগষ্ট মর্যাদা সহকারে দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস এবং সেই সঙ্গে সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবসও সাড়ম্বরে পালন করা হয়। এদিন সকালেই সংস্থা অঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার প্রাণপুরুষ শাশ্বত বিশ্বাস। বিশিষ্ট অভিনেত্রী মিঠু বিশ্বাসের নির্দেশনায় সংস্থা পরিচালিত শাশ্বত মাইম একাডেমীর কচি-কাঁচারা মনোজ্ঞ মূকাভিনয় পরিবেশন করে।

মথুরাপুর ব্লকে একই দিনে ইফকোর দুটি কৃষক সভা অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর-২ ব্লকে একই দিনে দুটি কৃষি

আলোচনা চক্রের আয়োজন করে ভারতবর্ষের প্রথম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকো।

গত ২৯ আগষ্ট মথুরাপুরের কৈলাশপুর গ্রামে এবং অন্যটি নরেন্দ্রপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত কৃষক সভায় মোট ৯৫ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইফকোর জেলার ক্ষেত্র প্রবন্ধক এবং বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা ইফকোর আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি (তরল) সারের গুণাগুণ ও কৃষি জমি ও ফসলে ব্যবহারে পদ্ধতি বিশদে ব্যক্ত করেন। ফসলে ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়, কৃষি বিশেষজ্ঞ মিঃ ঝা এদিন উপস্থিত কৃষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সাপের কামড়ে ছাত্রের মৃত্যু

সংবাদদাতা ঃ রাতে পেটে যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় ছাত্রকে ওষুধ খাইয়ে বাড়িতে রেখে দিয়েছিল বাবা-মা। সকালে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হল। সোমবার সকালে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বনগাঁ থানার কালুপুর এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম আয়ুস বৈদ্য। বাবা পেশায় শ্রমিক। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, কালুপুর বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র আয়ুস। তার মতন রবিবার রাতেও সে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছিল। হঠাৎই পেটে যন্ত্রণা অনুভব করে সে। যত রাত বাড়তে থাকে তত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে শিশুটি। সোমবার সকালে তাঁকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবার। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, তারা জানতে পেরেছেন, শিশুটিকে সাপে কামড়ে ছিল।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেষ্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**